(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় অংশ)

ভয়ঙ্কর প্রাণী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

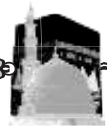

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তুটি "নেকীর দাওয়াত"র ৪২ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

ভয়ঙ্কর প্রাণী

আত্তারের দোয়া:

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি **"ভয়ঙ্কর প্রাণী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে তার অন্তরকে দুনিয়ার ভয়ভীতি হতে মুক্ত করে তোমার ভয় দ্বারা পূর্ণ করে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ প্রেরণ করেছে। **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যা নিজে খাবেন ও পরিধান করবেন তা চাকরদেরকেও দিন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মুনতাখাব হাদীস'** নামক কিতাবের

১৫৬ থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গালি দেয়া ও গালি দেওয়ার কারণে লজ্জাবোধ সম্পর্কিত প্রদত্ত বিষয়বস্তু থেকে কিছু অংশ পেশ করা হচ্ছে। মেহেরবানী করে শুনুন এবং তা থেকে মাদানী ফুলগুলো কুঁড়িয়ে নিন। যেমন; বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা মারূর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে 'রাবাযা' নামক স্থানে (যা মদীনা শরীফ থেকে তিন মনজিল দূরে অবস্থিত) সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আর তাঁর গোলামটি একই ধরণের কাপড় পরিধান করেছিলেন। আমি সে বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করলে হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে বললেন: আমি একজনের সাথে ঝগড়া করেছিলাম এবং তার মাকে নিয়ে আমি মন্দ বলেছিলাম। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু যর! তুমি তার মাকে নিয়ে মন্দ কথা উচ্চারণ করেছ। তুমি এমন মানুষ যে, তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের অভ্যাসগুলো রয়েছে। তোমার দাস-দাসীরা তোমার (দ্বীনি) ভাই স্বরূপ। **আল্লাহ পাক** তাদেরকে তোমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, তার উচিত যা সে খাবে তা তাকেও খাওয়াবে এবং যা সে পরিধান করবে তা তাকেও পরিধান করাবে, আর তুমি তোমার গোলামদেরকে এমন কোন কাজের বোঝা তুলে দিও না, যা তাদেরকে অপারগ করে দেয়। তুমি যদি তাদের এমন কষ্ট দিয়ে থাক (অর্থাৎ কষ্টকর কোন কাজ দিয়ে থাক), তাহলে তাদের কাজে তুমি নিজেও সাহায্য করিও।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০)

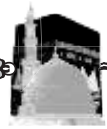

অভিনব লজ্জাবোধ ও অদ্ভূত কাফ্ফারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যে ব্যক্তিকে গালমন্দ করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। শব্দগুলো **আল্লাহর** পানাহ! প্রচলিত মন্দ কোন গালি ছিল না। তিনি শুধু এটুকুই বলেছিলেন: (হে কালো মায়ের সন্তান)। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন **রাসুল পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এ নিয়ে অভিযোগ করলেন; তখন **সর্বশেষ নবী হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বকা দিয়ে উপদেশ শুনিয়ে দেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই উপদেশ অনুযায়ী কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যে আমল **(Reaction)** করেছেন, তা এই ভীতি প্রদর্শনকারী ঘটনা থেকেই বুঝা যায়। ঘটনাটি শুনুন এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কেঁপে উঠুন। যেমন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বকা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে যান, এবং নিজের সুন্দর গাল মোবারক মাটিতে লাগিয়ে খুবই কোমল স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: হে বিলাল! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার পা আমার গালের উপর রাখবে না, ততক্ষণ আমি আমার চেহারা মাটি থেকে উঠাব না। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জোর করায় বাধ্য হয়ে হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পা হযরত

www.dawateislami.net

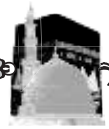

সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গাল মোবারকে রেখে সাথে সাথে সরিয়ে নিলেন, আর হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ক্ষমা করে দিলেন। **(ইরশাদুস সারী, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

আবু যর গিফারী তাকওয়ার আদর্শ ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কাসতালানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ঘটনাটি সম্পর্কে এও লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই মন্দ উক্তিটি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উদ্দেশ্যে তখনই বলেছিলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই ধরণের উক্তি করা যে হারাম তা জানতেন না। অন্যথায় হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ন্যায় তাকওয়া ও পরহেজগারীর একজন আদর্শ সাহাবী থেকে এ ধরণের উক্তি কখনও কল্পনা করা যায় না। তাই **শফিউল মুজনিবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুজুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেবল এই কথা বলেই তাঁকে বকা দিলেন: ‘তোমার মাঝে এখনও জাহেলিয়াতের অভ্যাস রয়ে গেছে’, আর এই বকাও তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই করা হয়েছিল যে, এমন উচ্চ মর্যাদার একজন সাহাবীর মুখ দিয়ে এত তুচ্ছ ও মন্দ কথা বের হওয়াই উচিত নয়।

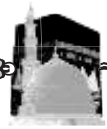

সায়্যিদুনা আবু যর গিফারীর ঈমানের দৃঢ়তা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হলেন অত্যন্ত প্রবীণ সাহাবীদের একজন। এমনকি কোন কোন আলেমে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অভিমত ব্যক্ত করেন: ইসলাম কবুল করার ক্ষেত্রে অনারব সাহাবীদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে তিনি হলেন পাঁচ নম্বরের। তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মুসলমান হওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা বুখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ঈমানী চেতনা এমন ছিল যে, ইসলাম কবুল করার পর প্রতিদিন কাফেরদের সমাবেশে তিনি উচ্চ স্বরে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতেন, আর মক্কার কাফেররা তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উপর হামলা করত এবং এতই মারধর করত যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে যেতেন। কিন্তু যখই হুশ ফিরে পেতেন পুনরায় নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে থাকতেন। (মুনতাখাব হাদীস, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খোদায়া বহক্কে বিলাল ও আবু যর, মুঝে দ্বীন পর ইস্তিকামত আতা কর।
ইলাহী না কুছ পূছ্না রোজে মাহশর, মুঝে বখশ বাহরে বিলাল ও আবু যর।
ইলাহী বরায়ে বিলাল ও আবু যর, মুঝে খুলদ মেঁ দেয় জওয়ারে পয়ম্বর।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

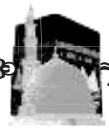

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভয়ানক এক প্রাণী বের হবে

দয়া করে **নেকীর দাওয়াতে**র গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করুন। কিয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে মানুষ **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া ছেড়ে দিবে। তাদের সংশোধনের কোন আশা আর বাকী থাকবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৭১২ পৃষ্ঠায় ২০তম পারার সূরা নামলের ৮২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ ﴿۸۲﴾

(পারা: ২০, সূরা: নামল, আয়াত: ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর যখন বাণী তাদের উপর এসে পড়বে, আমি তখন মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে তাদের জন্য এক জীব বের করব, যা মানুষের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনতো না।"

কথা বলে এমন আশ্চর্য আকৃতির প্রাণী

সদরুল আফাজিল হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ তাদের উপর **আল্লাহ্**র গজব হবে এবং তাঁর আযাবও অবধারিত হয়ে যাবে, প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে। এমন ভাবে যে, লোকেরা

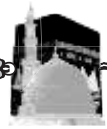

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ছেড়ে দিবে, আর তাদের সংশোধনের আর কোন আশা বাকি থাকবে না। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে, আর এর নিদর্শনগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে দেখা যাবে। তখন তাওবাও কাজ দিবে না। তিনি আরো বলেন: সেই চতুষ্পদপ্রাণীকে **'দাব্বাতুল আরদ্ব'** বলা হয়ে থাকে। এটি একটি আশ্চর্য ধরণের প্রাণী হবে। প্রাণীটি (মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত) ছাফা পর্বত থেকে বের হয়ে সব শহরগুলোতে খুবই তাড়াতাড়ি সফর করবে। উন্নত, সুন্দর ভাষায় কথা বলবে। প্রত্যেক মানুষের কপালে একটি চিহ্ন লাগিয়ে দিবে। ঈমানদারদের কপালে মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি দিয়ে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে। কাফিরদের কপালে হযরত সোলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এর আংটি দিয়ে কালো মোহর বসিয়ে দিবে। তিনি আরো বলেন: আর পরিষ্কার ভাষায় বলবে: هٰذَا مُؤْمِنٌ وَّ هٰذَا كَافِرٌ (অর্থাৎ) এ মুমিন, এ কাফির। তিনি আরো বলেন: (অর্থাৎ) তারা কুরআন পাকের উপর ঈমান রাখত না, যাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, **আল্লাহ পাকের** আযাব ও দাব্বাতুল আরদ্ব এর বের হওয়ার কথা কথা উল্লেখ রয়েছে।

যে ব্যক্তি কান্না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

শফিউল মুযনিবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করতে করতে সূরাতুত তাকাসুর পড়া সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে **নেকীর দাওয়াত** দেন। যেমন:

www.dawateislami.net

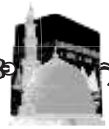

হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীকুল ছরদার, মদীনার তাজেদার, হুযুর পূর নূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের সামনে সূরাতুত তাকাসুর পাঠ করছি। তোমাদের মাঝে যে কান্না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সূরাটি পাঠ করলেন। আমাদের মধ্য হতে কেউ কান্না করল, কেউ করল না। যারা কান্না করতে পারেনি তারা আরজ করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা কান্না করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কান্না আসেনি। **মদীনার তাজেদার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদের সামনে সূরাটি আবারও পাঠ করছি। যে কান্না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যার কান্না আসবে না, সে অন্ততঃ কান্নার আকৃতি ধারণ করবে।"

(নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬২)

ঈর্ষণীয় মাদানী মুন্না (ছোট্ট ছেলে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনাটিতে আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কর্তৃক **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার এক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। এই রেওয়াতটি দিয়ে বুঝা যায়, **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানে যাকে চান, যা চান, দান করে দেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন: 'যে কান্না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। উক্ত রেওয়ায়তটিতে কুরআন করীমের সর্বশেষ পারার ৮ আয়াত সম্বলিত সূরা তাকাসুরের কথা উল্লেখ

www.dawateislami.net

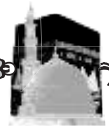

রয়েছে। যে সূরাটি পাঠ করলে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হয়। এ সূরাটিতে কবর, আখিরাত ও জাহান্নামের খুবই ভয়ানক বর্ণনা রয়েছে। আমরা যদি **কানযুল ঈমান** থেকে সূরাটির অনুবাদ মুখস্থ করে নিতে পারতাম! আর যখনই এ সূরা পাঠ করব বা শুনব **আল্লাহ পাকের** ভয়ে যদি ভীত হয়ে কান্না করতে পারতাম! আসুন, এ সূরাটির ব্যাপারে এক মাদানী মুন্নার বেদনাদায়ক একটি কাহিনী শুনুন। যে বাস্তবে **আল্লাহ পাকের** ভীতিপূর্ণ **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে প্রত্যেককে হতবাক করে দিল! এক বৃদ্ধ লোক কোন মাদ্‌রাসার বাইরে একটি মাদানী মুন্নাকে দেখতে পেলেন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করছিল।কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল: আমাদের ওস্তাদ সাহেব আজকের সবকে খাতায় কয়েকটি আয়াতে করীমা লিখিয়েছেন। আয়াতগুলো আমাকে কাঁদাচ্ছে। কথাগুলো বলতে বলতে সে খাতাটি চোখের সামনে মেলে ধরল। তাতে লেখা ছিল:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اَلۡہٰکُمُ التَّکَاثُرُ ۙ﴿۱﴾
حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾
کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
ثُمَّ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “**আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যে পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে; অতঃপর হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে।

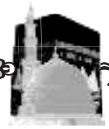

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ১-৫)

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি 'ইয়াকীন এর জ্ঞান' রাখতে, তবে সম্পদের মোহ রাখতে না।"

মাদানী মুন্নাটি শুধু কান্নাই করে যাচ্ছিল। বুজুর্গটি তার এ আবেগ দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: বাবা! এ সূরাটির সবক এখানেই শেষ নয়, সামনে আরও রয়েছে। যা তোমাকে হয়ত আগামী কাল দেওয়া হবে। এ কথা বলে তিনি সূরাতুত তাকাসুরের বাকি আয়াতগুলোও শুনিয়ে দিলেন। আয়াতগুলো হচ্ছে:

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيْمِ ۝٨

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ৬-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে। অতঃপর তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় সেটিকে 'ইয়াকীনের দেখাই' দেখবে। অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মাদানী মুন্নাটি জাহান্নামের কথা শুনতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ও মাটিতে পড়ে গেল এবং চটফট করা শুরু করল। অতঃপর চটফট করতে করতে স্থীর হয়ে গেল। তার ওস্তাদটি দৌঁড়ে এলেন। এসেই সেই বৃদ্ধটিকে ধরে ফেললেন। লোকজন জমা হয়ে গেল। মরহুম মাদানী মুন্নাটির মাতা-পিতাও এসে পৌঁছলেন। সেই বৃদ্ধটিকে হত্যাকারী হিসাবে আদালতে সোপর্দ করা হল। বিজ্ঞ বিচারক সেই

www.dawateislami.net

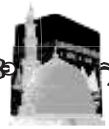

বৃদ্ধটির আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শোনার পর বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করলেন, এই মাদানী মুন্নাটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবানই ছিল, আর সে **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভীতির তাওবারি দিয়েই শহীদ হয়েছে। এই বৃদ্ধটিকে স্বসম্মানে মুক্তি দেওয়া হল।

(নুযহাতুল মাজালিস থেকে সংকলিত, ২য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনাা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী মুন্নে কে খওফে খোদা পর ফিদা,
সুনতে হি আয়াতেঁ ডের জো হো গেয়া।
কাশ! মিল জায়ে মুঝ কো ভি এয়সি বিলা,
মেরে মরনে কা বায়িছ হো খওফে খোদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ কান্না করতে করতে নেকীর দাওয়াত দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত হওয়া অবস্থায় কান্না করতে করতে **নেকীর দাওয়াত** ইরশাদ করার একটি ভাবাবেগপূর্ণ রেওয়ায়ত লক্ষ্য করুন: 'ইবনে মাজাহ্'র হাদীস; হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি

www.dawateislami.net

জানাযায় শরিক ছিলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের পাশে বসলেন এবং এতবেশি কান্নাকাটি করলেন যে, **তাঁর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চোখ মোবারক হতে নির্গত পবিত্র পানিতে মাটি ভিজে গিয়েছিল। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এর (অর্থাৎ- কবরের) জন্য প্রস্তুতি নাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৯৫)

সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কবর দেখলেই কান্না করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করতে করতে **নেকীর দাওয়াত** দিয়েছেন। আমার **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবর ও হাশর সম্পর্কিত যে কোন প্রকারের আযাব থেকে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও কবরের অবস্থাদির প্রকৃত পরিচয় জানার কারণে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে সেগুলোর আলোচনা করতেই কান্না করতেন। আমীরুল মুমিনীন, জামেউল কুরআন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অকাট্য রূপে জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও কবর যিয়ারত করার সময় চোখের পানি বন্ধ করতে পারতেন না। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'আল্লাহ্ওয়ালোঁ কি বাতেঁ'** নামক কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: 'আমীরুল মুমিনীন হযরত

www.dawateislami.net

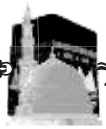

সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখনই কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন এমনভাবে কান্না করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত।’ (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩১৫) **‘আল মাওয়ায়িযুল আছফূরিয়া’**তে বর্ণনাটিকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে এটাও রয়েছেঃ যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কবর দেখে অতিশয় কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেনঃ আমার একাকীত্বের কথা ভাবনায় এসে যায়। কেননা, কবরে আমার সাথে কোন মানুষই থাকবে না। (অতঃপর **নেকীর দাওয়াতে**র মাদানী ফুল উপহার দিতে গিয়ে) বললেনঃ যে ব্যক্তির জন্য এই দুনিয়াটি জেলখানা তার জন্য তার কবরটি জান্নাত। পক্ষান্তরে এই দুনিয়াটি যার জন্য জান্নাত স্বরূপ ছিল, তার জন্য তার কবরটি জেলখানা হবে। যার জন্য দুনিয়ার জীবন জেলখানা স্বরূপ ছিল মৃত্যুই তা থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাধ্যম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নফসের কু-প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়েছে, সে আখিরাতে পুরোপুরি অংশ পাবে। উত্তম সেই ব্যক্তি, দুনিয়া যাকে ছেড়ে দেবার আগে সে নিজেই দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়, আর নিজের মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার পূর্বে তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের বিষয়টি তার দুনিয়াবী জীবনের মতই অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালকাজে জীবন কাটিয়ে থাকে সে কবরে শান্তি পাবে, আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে মৃত্যু বরণ করেছে তার কেবল ধ্বংসই ধ্বংস।

(মাওয়িযাতুন হাসানাহ্, ৬১, ৬২ পৃষ্ঠা)

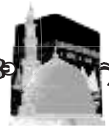

কারো কবর বাগান, কারো কবরে আগুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা কবরের ভিতরের অবস্থাদি নিয়ে খুবই চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা অনেক বারই কবর দেখি, অথচ কোন শিক্ষা গ্রহণ করিনা। হায়! আমরাও যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতাম! বাহির থেকে একই রকম মনে হওয়া কবরগুলোর ভিতরকার অবস্থা কিন্তু এক রকম নয়। কারো কবরের ভেতরে ফুলের বাগান ও বসন্ত চলতে থাকে। পক্ষান্তরে কারো কবরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে। কবর সাপ-বিচ্ছুর গর্ত হয়ে থাকে, আর এটিও মনে রাখবেন যে, কবরে কিন্তু জ্ঞান ঠিকই থাকবে। সুতরাং যেসব নেক বান্দা ঈমান সহকারে **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষ করেন তারা মৃত্যুর পর **আল্লাহ পাকের** রহমতের ছায়ায় গিয়ে পৌঁছান, আর তাদের জন্য কেবল সুখ আর সুখ থাকে। কিন্তু গুনাহ্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে যেসব মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর কবরে আসে তারা অশান্তির জায়গাতেই চলে আসে। যেহেতু সেখানে জ্ঞান ও হুশ বহাল থাকে তাই কবরে মৃতের সবকিছু অনুভব হয়ে থাকে। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবনশক্তি লোপ পাওয়া তো দূরের কথা, বরং আরো বেড়ে যায়। মৃত ব্যক্তি অনেক কিছুই দেখে ও শুনে থাকে। তাকে দাফন করে বন্ধু-বান্ধবদের চলে

www.dawateislami.net

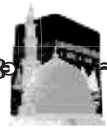

যাওয়ার দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পায়। এমনকি তাদের পায়ের আওয়াজও সে শুনতে পায়।

কবরের একাকীত্ব

কেবল এতটুকুই চিন্তা করুন যে, যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেওয়া যায় যে, গুনাহের কারণে কবরে আর কোন আযাবই না হোক, কেবল এটুকুই হলো, এমনই ঘোর অন্ধকার একটি কবরেই তাকে একা পড়ে থাকতে হবে, **আল্লাহ্**র কসম, এতেও অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়ে গেছে। একটু ভাবুন তো! তার সময়গুলো সে কীভাবে কাটাবে। তাছাড়া কবরের এমন ভয়ানক অন্ধকার ও একাকীত্বের পরিবেশে ভয়ানক জায়গাটিতে একজন গুনাহ্গারের উপর কী কী ঘটতে পারে। বিবেকবান বলতেই বিষয়টি নিয়ে কিছু না কিছু বুঝতে পারবেন। এ তো কেবল ভাবার জন্যই বলা হয়েছে। না হয় কবর সংক্রান্ত এমন এমন আযাবের কথা বর্ণিত রয়েছে, তা শুনে যে কোন মানুষের লোম শিউরে উঠবে। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা মাসরূক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, “যে ব্যক্তি চুরি বা মদ পান বা যেনায় লিপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে তার উপর দুইটি সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। যেগুলো তার শরীরের মাংসগুলো ছোবল মেরে মেরে খেতে থাকে।”
(কিতাবু জিকরিল মাওতি মাআ মাউসূআতি ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ২৫৭)
এতটুকুই চিন্তা করে নিন যে, কেবল এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করাতে, একবার মিথ্যা কথা বলার কারণে, একবার গীবত করার কারণে,

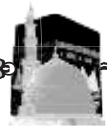

একবার কুধারণা করার দোষে, একবার গান শোনার কারণে, একবার ফিল্ম দেখা, একবার গালমন্দ করা, একবার রাগের কারণে শরীয়াতের বিরূদ্ধে কাউকে বকাঝকা করা বা একবার দাঁড়ি মুন্ডানোর শাস্তিতে পাকড়াও করে যদি কাউকে ছোট কবরের ঘোর অন্ধকারে ভয়ানক একাকীত্বে বন্দী করে রাখা হয় তখন কী অবস্থা হবে! নিঃসন্দেহে এই ভাবনাটি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীতদেরকে প্রকম্পিত করে তুলবে। এ তো কেবল দুনিয়াবী অনুমান মাত্র। না হয় **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্ট করে মৃত্যুর পর যেসব আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, তা কে সহ্য করতে পারবে! **'হিল্য়াতুল আউলিয়া'** কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, 'বান্দা যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন তাকে ভয় দেখানোর জন্য সেসব বস্তু এসে হাজির হয়, যেগুলোকে সে দুনিয়াতে ভয় পেত। অথচ **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতো না।' (হিল্য়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, নং-১৪৩১) আমরা কবরের আযাব থেকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিরাপত্তা চাই।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মেঁ ওয়ার না সাজা হোগি কড়ি।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

তোমার যৌবন যেন কখনো তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে

প্রসিদ্ধ **আল্লাহ**র ওলী হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক যুবকের উপর **ইন্ফিরাদী কৌশিশ** করত: **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে বলেন: "হে যুবক! তোমাকে যেন তোমার এই

www.dawateislami.net

যৌবন ধোঁকায় না ফেলে। অনেক যুবক তাওবা করতে বিলম্ব করল। দীর্ঘ আশা পোষণ করল, মৃত্যুর কথা স্মরণে আনল না, বলল: আমি কাল না হয় পরশু তাওবা করে নিব। সে তাওবা করা থেকে উদাসীন রইল। শেষ পর্যন্ত কবরের পেটে গিয়ে প্রবেশ করল। তাকে তার সম্পদ, গোলাম, মাতা-পিতা ও সন্তানেরা কোন উপকার করতে পারল না। যেমন; পবিত্র কুরআনে ১৯ পারার সূরা শুআরার ৮৮ ও ৮৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿۸۸﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যেদিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি। কিন্তু সে ব্যক্তি, যে **আল্লাহ্**র সামনে হাযির হয়েছে বিশুদ্ধ (পবিত্র) অন্তর নিয়ে।"

মিলে খাক মেঁ আহলে শাঁ কেয়ছে কেয়ছে মকাঁ হো গয়ে লা মকাঁ কেয়ছে কেয়ছে।
হুয়ে নামওয়র বে নিশাঁ কেয়ছে কেয়ছে জমিঁ খা গয়ি নও জওয়াঁ কেয়ছে কেয়ছে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কৃল্বে সালীম (প্রশান্ত হৃদয়) কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কৃল্বে সলীম বা প্রশান্ত হৃদয় দ্বারা সেই হৃদয়কেই বুঝায়, যা বদ আকীদা থেকে পবিত্র। সদরুল

www.dawateislami.net

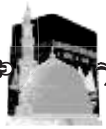

আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আয়াতটির টীকায় লিখেছেন: যে ব্যক্তি শিরিক, কুফরী ও নিফাক থেকে পবিত্র হয়, তাকে তার সেই সম্পদও উপকার দিবে, যা সে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ব্যয় করেছে, সন্তান-সন্ততিরাও যারা নেক্কার হবে। যেমন; হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; “মানুষ যখন মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া। প্রথমটি হলো: সদকায়ে জারিয়া, দ্বিতীয়টি হলো: সেই সম্পদ যা দিয়ে মানুষ উপকার ভোগ করে, তৃতীয়টি হলো: নেক্কার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” **(মুসলিম, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩১। খাযায়িনুল ইরফান, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)**

মীজাঁ পে সব খাড়ে হেঁ আমাল তুল রহে হেঁ
রাখ লো ভরম খোদা রা আত্তার কাদেরী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পাঁচটিতে ভালবাসা এবং পাঁচটিতে উদাসীনতা

উদাসীনতা থেকে জাগ্রতকারী **নেকীর দাওয়াতের** পাঁচটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: سَیَأْتِیۡ زَمَانٌ عَلٰی اُمَّتِیۡ یُحِبُّوۡنَ خَمۡسًا وَّیَنۡسَوۡنَ خَمۡسًا অর্থাৎ “আমার উম্মতদের উপর এমন এক সময় অচিরেই আসবে যখন তারা পাঁচটি বিষয়কে অত্যন্ত ভালবাসবে আর পাঁচটি বিষয়কে ভুলে বসবে।

(১) يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَ يَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ “তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে, আর আখিরাতকে ভুলে বসবে।”

(২) وَ يُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَ يَنْسَوْنَ الْحِسَابَ অর্থাৎ “তারা সম্পদকে ভালবাসবে, আর হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে বসবে।”

(৩) وَ يُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ অর্থাৎ “তারা সৃষ্টিজগতকে ভালবাসবে, আর সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে বসবে।”

(৪) وَ يُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ অর্থাৎ “তারা গুনাহকে ভালবাসবে, আর তাওবা করা ভুলে বসবে।”

(৫) وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةِ অর্থাৎ “তারা অট্টালিকা ভালবাসবে, আর কবরের কথা ভুলে বসবে।” (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃষ্ঠা)

উয় হে আইশ ও ইশরত কা কুয়ি মহল ভি
জাহাঁ থাক মেঁ হার ঘড়ি হো আজল ভি।
বস আব আপনে ইস জাহল ছে তো নিকল ভি
ইয়ে জীনে কা আনদাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গান-বাজনা থেকে তাওবা নসিব হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে, অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় জাগিয়ে তুলতে, ঈমান হিফাজতের আগ্রহ

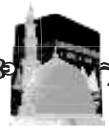

বাড়াবার, মৃত্যুর ভাবনা সৃষ্টি করার, কবর ও জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অন্তরে ভয় সৃষ্টি করার, গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করার, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানানোর, অন্তরে ইশকে রাসুলের প্রদীপ জ্বালানোর এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে **সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ লাভ করার আশা বাড়ানোর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। প্রতি মাসে অন্ততঃ পক্ষে তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে দৈনিক **মাদানী ইন্‌'আমাতের** রিসালা পূরণ করে মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ নিজ যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আসুন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার পেশ করছি। বাবুল ইসলাম (সিন্ধ) হায়দ্রাবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্মটি তুলে ধরলাম: আমি দুনিয়ার রং-তামাশায় মত্ত এক মর্ডাণ যুবক ছিলাম। নামাযের ধারে-কাছেই ছিলাম না। সুন্নাত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। দুনিয়ার অগণিত অশোভন কার্য-কলাপ যেমন: গান-বাজনা, ফিল্ম-ড্রামা ইত্যাদি নিয়ে বিভোর ছিলাম। আমার মাদানী পরিবেশে আসার কারণ কিছুটা এ রকম, সৌভাগ্যক্রমে রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী (২০০৮ সনে) মাদানী চ্যানেল আরম্ভ হলো। ক্যাবলে সেই মাদানী চ্যানেল চালু হয়ে গেল। **আল্লাহ পাকের** রহমতে আমি মাদানী চ্যানেল দেখলাম। আমার খুব ভাল লাগল। তখন থেকে আমি বেশির

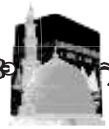

ভাগ সময় কেবল মাদানী চ্যানেলই দেখতে থাকি। একবার মাদানী চ্যানেলে সুন্নাতেভরা বয়ান **'কালো বিচ্ছু'** শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। আমি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কেঁপে উঠি। আমি সাথে সাথে মুখে দাঁড়ি রেখে দেওয়ার নিয়্যত করি। মাদানী চ্যানেলে যখন **'গানের ৩৫টি কুফরী ছন্দ'** বয়ানটি শুনলাম, সাথে সাথে আমি ভয়ে গান-বাজনা শোনার ব্যাপারেও তাওবা করে নিলাম। মাদানী চ্যানেলে যখন বাইয়াত করানো হয় তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি হুজুর গাউছে আযম সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হয়ে কাদেরী হয়ে গেলাম। **আল্লাহ পাকের** রহমতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করি। দয়ার উপর দয়া! এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা** বাবুল মদীনা (করাচী) তে রমযানুল মোবারকের ৩০ দিনের সুন্নাতে ভরা ইতিকাফে শরীক হয়েছি।

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়েগা ঘর ঘর বাহার,
মাদানী চ্যানেল ছে হামেঁ কিঁউ ওয়ালেহানা হো না পেয়ার।
আয় গুনাহোঁ কে মরীজো! চাহ্‌তে হো গর শেফা,
অন্‌ করতে হি রহো তুম মাদানী চ্যানেল কো সদা।
ইছ মেঁ ইসইয়াঁ সে হেফাজত কা বহুত সামান হে,
اِنْ شَآءَ الله খুলদ মেঁ ভি দাখেলা আসান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৫, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

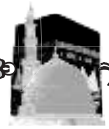

নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে দিলেন

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। পথ চলার সময় এমনকি সফরের সুযোগ হলে তখনও **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে থাকতেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন বাশশার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত ফাসাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তি দৌঁড়ে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সামনে এল। সালাম করার পর লোকটি আরজ করল: 'হে আবু ইউসুফ! আমাকে কিছু নসিহত করুন। এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করতে লাগলেন, আর (**নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে) বললেন: হে আমার ভাই! নিশ্চয় রাত-দিনের তাড়াতাড়ি আগমন আপনার শরীরটি গলে যাওয়ার, আপনার এই জীবনটি শেষ হয়ে যাওয়ার এবং সর্বদা যে আপনি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছাতে চলেছেন সেটির সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। তাই হে আমার ভাই! আপনি যেন সেই সময় পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না যে পর্যন্ত আপনি আপনার শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবেন না। এ কথাও জানবেন না যে, আপনি কি জান্নাতে যাবেন না কি জাহান্নামে, আর জানবেন না যে, আপনার পরওয়ারদিগার আপনার গুনাহ ও উদাসীনতার কারণে আপনার উপর অসন্তুষ্ট নাকি তাঁর রহম ও করমে আপনার উপর সন্তুষ্ট। হে দুর্বল মানব! নিজের আসল রূপের কথা ভুলে যাবেন না! আপনার সৃষ্টি 'একটি নাপাক বিন্দু' তথা ফোঁটা থেকে, আর পরিণতি হল গলিত

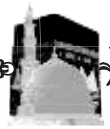

লাশ। এই নসিহত যদি এখন বুঝতে দেরীই হচ্ছে তাহলে অনতিবিলম্বেই বুঝে আসবে, যখন আপনি কবরে প্রবেশ করবেন। সেখানে গিয়ে আপনি নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত তো হবেন কিন্তু সে লজ্জাবোধ তখন আর কাজে আসবে না। এ কথাগুলো বলেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করতে লাগলেন। সাথে সেই লোকটিও আবেগে কান্না করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন: এদের দুজনকে কান্না করতে দেখে আমিও কান্না করতে লাগলাম। কান্না করতে করতে তারা দুজন বেহুশ হয়ে গিয়ে মাটিতে লুটে পড়লেন। (যম্মুল হাওয়া, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

মুঝে সাচ্চী তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়,
পায়ে তাজেদারে হারম ইয়া ইলাহী।
জো নারাজ তো হো গয়া তো কহিঁ কা,
রহোঁগা না তেরি কসম ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

কাউকে কান্না করতে দেখলে আপনিও কান্না করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **আল্লাহ্**-ভীতি! কখনও কখনও **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে **আল্লাহ্**-ভীতির কারণে তাঁদের কান্না এসে যেত। বর্তমানেও যদি **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে **আল্লাহ্**র ভয়ে কেউ কান্না করে বসেন, কান্না করতে করতে বয়ান করেন, কান্না করতে করতে দোয়া করেন, তিলাওয়াতে কুরআন বা নাত শরীফ শুনে কান্না করেন।

www.dawateislami.net

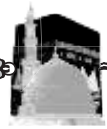

তাহলে তা সেই ব্যক্তির পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। তাকে রিয়াকার মনে করে তার উপর কখনো কুধারণা পোষণ করবেন না। কেননা, কুধারণা পোষণ করা মুসলমানের জন্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অন্যের উপর কুধারণা পোষণ করে নিজের অন্তরকে জ্বালিয়ে ফেলা-লোকদের নিজেদেরই ধ্বংস। হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কাউকে যখন কান্না করতে দেখবেন আপনিও কান্না করতে থাকুন, আর তাকে রিয়াকার বলে মনে করবেন না। আমি একবার কোন কান্নারত লোককে রিয়াকার মনে করেছিলাম। এতে করে আমি এক বৎসর যাবৎ কান্না করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। (তানবীহুল মুগতাররীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

ইয়াদে নবী মেঁ রোনে ওয়ালা হাম দীওয়ানোঁ কো
লাখ পরায়া হো উহ প্রি ভি আপনা লাগতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকার ব্যক্তি বোকাদের সর্দার

কোন দোয়া ইত্যাদিতে কান্না করতে দেখে প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়া কাউকে রিয়াকার মনে করা ব্যক্তি নিঃসন্দেহে গুনাহ্গার এবং জাহান্নামের আযাবের হকদার। অবশ্য স্বয়ং কান্না-করা ব্যক্তিকে ১১২ বার যাচাই করে নেওয়া উচিত যে, সে কেন কান্না করছে! যদি রিয়ার আলামতও পাওয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন না হয়ে

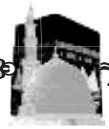

যাবে, কান্না থেকে বিরত থাকবেন। রিয়াকার ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বোকাদের সর্দার। কারণ, কোন মানুষকে নিজের সত্তায় প্রভাবিত করার, তার মুখ দিয়ে প্রশংসার বাক্য শোনার, সাময়িক মজা পাওয়ার, নিজেকে তার সামনে নেক বান্দা বানানোর বাসনায় অর্থাৎ সে তার প্রতি সুন্দর কিছু দেখার দৃষ্টিতে দেখবে, আর সে মনে মনে আনন্দ পাবে এবং কেবল এই তুচ্ছ সুখ-ভোগের জন্য **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পাওয়া মহান নেয়ামত সমূহকে তুচ্ছ মনে করে বসে। সেই ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়ার শেষ দুনিয়াতেও রয়েছে, তা হল বেশির ভাগ সময়ে নিজেকে নিজে বড় মনে করা অভিশাপের যোগ্য এই রিয়াকার ব্যক্তিরা জানেও না যে, যাদের নিকট সে লোকদেখানো নেক্‌কার হতে চেয়েছিল তাদের মনে সে আদৌ কোন জায়গা করে নিতে পেরেছে কি না। ধরে নেওয়া যাক, জায়গা করেও নিতে পেরেছে, আর সে পিছন থেকে তার কোন প্রশংসা করেও দিয়েছে, তবু সাধারণ ভাবে নিজের পক্ষে প্রশংসার বাক্য শোনা খুব কম কারো ভাগ্যেই জুটে। কেউ যদি মুখের উপর প্রশংসা করেও দেয়, তাহলেও তা ধ্বংসের দিকেই পাল্লা ভারী করবে। বিশ্বাস করুন! যদি কোন কান্নাকাটি করা লোকের ব্যাপারে কিংবা ইবাদত প্রকাশকারী লোকের ব্যাপারে লোকজন জানতে পারে যে, এ লোকটি রিয়া করছে তাহলে তো সে লোকটির ব্যাপারে সকলেরই একটি কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং একবার ভেবে নিন যে, **আল্লাহ পাকের** কাছে সবকিছু জানা আছে। তাহলে এমতাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি কীরূপ মারাত্মক হয়ে থাকবে!

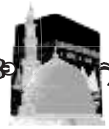

আজ বনতা হোঁ মুআজ্জজ জো খুলে হাশর মেঁ আইব
হায়ে রুসওয়ায়ি কি আফত মেঁ প্হসোঁগা ইয়া রব।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে

রিয়া (লোক দেখানো) থেকে বাঁচার আগ্রহ বাড়াবার নিয়্যতে এখন **নেকীর দাওয়াত** স্বরূপ কিছু আয়াতে কুরআনী পেশ করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্যদানকারী মুর্খ রিয়াকারের আমলের সব সাওয়াবই নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৪১৮ ও ৪১৯ পৃষ্ঠায় ১২ পারার সূরা হুদের ১৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করেছেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা কামনা করে, আমি তাতে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দিয়ে দিব। আর এরমধ্যে কম দেওয়া হবে না।"

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আয়াতটির তাফসীরে বলেন: 'দুনিয়াতেই রিয়াকারদের নেক আমলের বদলা দিয়ে

www.dawateislami.net

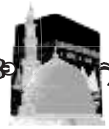

দেওয়া হয়, আর তাদের উপর অনু পরিমাণও অত্যাচার করা হয় না।'

(তাফসীরে তাবারী, ৭ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

রিয়াকারিয়োঁ ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী!
বানা মুঝকো মুখলিস বনা ইয়া ইলাহী!

রিয়াসম্পন্ন আমল কবুল হয় না

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'রিয়াকারী' কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাক** সেই আমল কবুল করেন না, যে আমলে সরীষার দানা পরিমাণ রিয়াও বিদ্যমান থাকবে।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭)**

দিখাওয়ে ছে মুঝকো ইলাহী বাঁচানা,
মুঝে আপনি রহমত ছে মুখলিস বানানা।

www.dawateislami.net